ডেঙ্গুরোধে সর্বশক্তি, ১৫ দফা নির্দেশিকা

কোমর বেঁধেছে রাজ্য প্রশাসন

সংবাদ প্রতিদিন ব্যুরো : পুজোর আর চার সপ্তাহও বাকি নেই। শহর থেকে গ্রাম, ডালপালা মেলেছে ডেঙ্গু আতঙ্ক। এই পরিস্থিতিতে ডেঙ্গু মোকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপাল রাজ্য প্রশাসন। জারি করা হল পনেরো দফা নির্দেশিকা।

ডেঙ্গু মোকাবিলায় যুক্ত সমস্ত কর্মী ও আধিকারিকদের ছুটি ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বাতিল করা হল। পুরসভা-পঞ্চায়েত তো বটেই, এবার পুলিশ প্রশাসনকেও জমা জল সরানো, বাজার-হাট-অফিস-কারখানার সাফাই অভিযানে যুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলাশাসকদের। সেই সঙ্গে ডেঙ্গুর ৮৭টি হটস্পট চিহ্নিত করে সাতটি জেলায় নেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্কতাও।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সোমবার রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব-সহ অন্যান্য আধিকারিক এবং জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। সেখানেই ডেঙ্গু মোকাবিলায় পনেরো দফা নির্দেশিকা দেওয়া হয়। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কোনও কর্মী ও আধিকারিক ছুটি নিতে পারবেন না। প্রত্যেকটি জেলার প্রতিটি পুরসভার যেসব ওয়ার্ডে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে, সেখানে কাউন্সিলরদের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করতে হবে জেলাশাসক ও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের। পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ সুপারদেরও জমা জল বের করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। ডেঙ্গু যে শুধু শহর বা শহরতলিতে আটকে নেই, তা এদিনের বৈঠকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। জানানো হয়, কীভাবে ডেঙ্গু নির্মূল করা সম্ভব, তা নিয়ে পঞ্চায়েত থেকে নিবিড় পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এবং শহরের ক্ষেত্রে পুরসভাগুলির থেকে সেই পরিকল্পনা নিতে হবে। হাসপাতালগুলিকে রোগীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কেস স্টাডির নিদান দেওয়া হয়েছে।

নয়ের পাতায়

ডেঙ্গুরোধে সর্বশক্তি

একের পাতার পর

যেহেতু ডেঙ্গুর উপসর্গ ও লক্ষণ বদলে যাচ্ছে তাই চিকিৎসার বিষয় নিয়ে নয়া এসওপি তৈরি করা হচ্ছে।

এদিনের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বেসরকারি হাসপাতাল ও ল্যাবরেটরিগুলিকেও সতর্ক করার কথা বলা হয়। স্বাস্থ্যসচিবকে হাসপাতালগুলির সঙ্গে দ্রুত বৈঠকে বসতে বলা হয়েছে। জানানো হয়েছে, বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। সব তথ্য স্বাস্থ্যভবনে পাঠাতে হবে। না হলে সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরি, নার্সিংহোম বা হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল করা হবে। যদিও বিরোধীরা ডেঙ্গু মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জানান, সরকার সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্কতা নিয়ে ডেঙ্গু মোকাবিলা করছে। পুরসভা, পুলিশ, পঞ্চায়েত, সবাইকে ডেঙ্গু অভিযানে নামানো হয়েছে। কিন্তু মানুষকেও তো সচেতন হতে হবে। বাড়ির আনাচে কানাচে, ছাদের টবে জল জমানো যাবে না। ফ্রিজের জল জমার জায়গাটি নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। জ্বর এলে নিয়ম মেনে ডাক্তারি পরামর্শ নিয়ে রক্তপরীক্ষা করতে হবে। সবাই সজাগ হলে ডেঙ্গুর প্রকোপ কমতে বাধ্য।

এদিন উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, হুগলি, হাওড়া, মালদহ, এই সাত জেলাকে হটস্পট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি উদ্বেগে রেখেছে উত্তর ২৪ পরগনার দমদম, বিধাননগর, কামারহাটি। হটস্পট এলাকায় স্ক্র্যাপ মেটিরিয়াল পরিষ্কার করা, নির্মাণস্থলগুলি পরিষ্কার রাখা, বন্ধ কারখানা চত্বর এবং পরিত্যক্ত জায়গায় যাতে জল না জমে তা নজর রাখার উপর বিশেষ জোর দিতে বলা হয়েছে। এমনকী, জমি বা বাড়ির মালিকরা যদি ডেঙ্গু প্রতিরোধের নির্দেশিকা না মেনে চলেন, তা হলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

রক্তপরীক্ষা, চিকিৎসা, পরিচ্ছন্নতা ও নজরদারি। ডেঙ্গু মোকাবিলায় এই চার মন্ত্রে জোর দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, নজরদারির জন্য জেলায় জেলায় বিশেষ পর্যবেক্ষক দল তৈরি করা হচ্ছে। যারা নিয়মিত সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করবেন। নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করতে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে প্রচার করা হবে। হটস্পট এবং বস্তি এলাকাগুলিতে বিলি করা হবে মশারি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশ সফর চলাকালীনই জেলাশাসকদের সঙ্গে ডেঙ্গু নিয়ে জরুরি বৈঠক করেছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব বি পি গোপালিকা ও স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। সেই বৈঠকেই সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে ২৪x৭ ফিভার ক্লিনিক এবং ডেঙ্গু টেস্টিং পরিষেবা চালুর কথা বলা হয়। বলা হয়, প্লেটলেট পেতে কারও অসুবিধা হলে 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'-তে ফোন করতে। এদিন এই কথাগুলি ফের মনে করিয়ে দেন মুখ্যসচিব।

এদিকে ক্রমশই দীর্ঘ হচ্ছে ডেঙ্গু আতঙ্ক, বাড়ছে মৃত্যু। এদিন সকালে যাদবপুরের পরিত্যক্ত কৃষ্ণা গ্লাস ফ্যাক্টরিতে অভিযানে যায় কলকাতা পুরসভা। ড্রোন উড়িয়ে মশা মারার তেল স্প্রে করা হয়। অভিযানের নেতৃত্বে থাকা ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ জানান, মুখ্যমন্ত্রীকে এই বন্ধ কারখানার পরিস্থিতি জানিয়ে চিঠি দিচ্ছে পুরসভা। ইতিমধ্যেই চিঠি দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও শিল্প পুনর্গঠন দফতরের সচিব স্মিতা পাণ্ডেকে। অতীন আরও জানান, প্রতি সপ্তাহে দু'দিন করে ডেঙ্গু সচেতনতা বাড়াতে কলকাতায় মিছিল হবে। এদিন কৃষ্ণা গ্লাস ছাড়াও ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডেও ড্রোন উড়িয়ে মশার তেল স্প্রে করা হয়।